দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 31 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

৩৮

শিক্ষাঙ্গন

শারীরিক শিক্ষা কার্যক্রম

শারীরিক শিক্ষাকে শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করা হয়। অতীতে আমাদের দেশে জনশিক্ষা পরিদপ্তরের আওতায় একটি শারীরিক শিক্ষা দপ্তর ছিল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হার অনুযায়ী এই দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে প্রতি জেলায় এক বা একাধিক জেলা শারীরিক শিক্ষা সংগঠক কাজ করতো। ১৯৭৭ সনে জেলা শারীরিক সংগঠকের পদ সমেত শারীরিক শিক্ষা দপ্তর তুলে দেয়া হয়।

বর্তমানে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও মাদ্রাসায় শারীরিক শিক্ষার কোন কার্যক্রম নেই বললেই চলে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে শারীরিক শিক্ষার জন্য উপ-পরিচালকের একটি পদ আছে। কিন্তু এই একটি পদে নিয়োজিত একজন লোকের পক্ষে সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা একটি কল্পনাতীত ব্যাপার।

তরুণ ছেলে-মেয়েদের শরীর গঠন, মানসিক ভারসাম্য আনয়ন, সুস্থ সামাজিক পরিবেশ গঠন, চিত্তবিনোদন, সুস্থ দেহে সুন্দর মন গঠন, খেলাধূলা চর্চার সুযোগ প্রদান ও খেলাধূলার মান উন্নয়নের জন্য শারীরিক শিক্ষাকে অপরিহার্য বলে ধরা হয়। শারীরিক শিক্ষাকে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দাখেল মাদ্রাসায় প্রবর্তন করা প্রয়োজন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং আলেম ও ফাজেল মাদ্রাসায় এর নিয়মিত চর্চা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই চর্চার সাথে আসে প্রতেযোগিতা ও মান উন্নয়নের প্রশ্ন।

বৃটিশ আমলে শারীরিক শিক্ষা দপ্তরের পরিচালক জন বুখানন অবিভক্ত বাংলার জন্য শারীরিক শিক্ষার নীতি প্রণয়ন করেন। বর্তমানে আমাদের দেশে শারীরিক শিক্ষার কোন নীতি নেই। শারীরিক শিক্ষা হিসাবে কোন বিষয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চর্চা হয় না বললেই চলে। অথচ শিক্ষাকে পূর্ণাংগ করতে হলে শারীরিক শিক্ষা অপরিহার্য। দেশে সুস্থ, সবল নাগরিক গঠন, শিক্ষিত তরুণদের মানসিক ভারসাম্য আনয়ন এবং খেলাধূলা চর্চার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টির জন্য শারীরিক শিক্ষাকে কোন ক্রমেই অবহেলা করা চলে না।

দেশে খেলাধূলার মান উন্নয়নের জন্য সকলে উদগ্রীব। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শরীর চর্চা ও খেলাধূলার নিয়মিত ও সুষ্ঠু কার্যক্রম পরিচালিত না হলে খেলাধূলার মান কিভাবে উন্নীত হতে পারে কোন বিবেকবান লোকের পক্ষে তা বোধগম্য নয়। নিয়মিত খেলাধূলা ও শরীর চর্চা দ্বারা তরুণ ছেলেমেয়েদের মাংসপেশী সুষ্ঠুভাবে গঠিত হয়। নিয়মিত চর্চার ফলে ছেলেমেয়েদের খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ভবিষ্যতে খেলাধূলায় কুশলী ছেলেমেয়েরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের মান বৃদ্ধির সুযোগ লাভ করে।

বড় বড় ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হলেই খেলার মান বৃদ্ধি পায় না। খেলার মান বৃদ্ধির প্রথম স্থান হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খেলার মাঠ। ডিউক অব ওয়েলিংটন ওয়াটারলুতে নেপোলিয়ানকে পরাজিত করতে তার বীরত্বের সকল কলা-কৌশল স্কুল মাঠেই শিখেছেন বলে মন্তব্য করেছেন। আমাদের ভবিষ্যতের কুশলী খেলোয়াড়দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠ থেকেই বেছে নিতে হবে।

স্বাধীন জাতি হিসাবে শারীরিক শিক্ষার একটি বাস্তব ও ফলপ্রসূ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আমি নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ পেশ করছিঃ

(ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা বিভাগের আওতায় একটি শারীরিক শিক্ষা পরিদপ্তর গঠন।

(খ) প্রতি জেলায় একজন জেলা শারীরিক শিক্ষা অফিসার নিয়োগ প্রদান।

(গ) দেশের শারীরিক শিক্ষা কলেজসমূহকে শারীরিক শিক্ষা পরিদপ্তরের আওতায় ন্যস্তকরণ।

(ঘ) প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি মাঠ এবং একটি হলরুমের ব্যবস্থা।

(ঙ) শারীরিক শিক্ষাকে মাধ্যমিক এবং আলেম পরীক্ষায় একটি আবশ্যকীয় ৫০ নম্বরের পরীক্ষার বিষয় হিসাবে প্রবর্তন।

(চ) শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধূলার সারা বছরের কার্যক্রম গ্রহণসহ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা।

(ছ) আন্তঃ স্কুল খেলাধূলায় অংশগ্রহণকে বাধ্যতামূলক।

(জ) স্কাউট ও গার্লস গাইড শারীরিক শিক্ষা পরিদপ্তরের লক্ষণীয় বিষয় হিসাবে গ্রহণ।

(ঝ) চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগে আরো দু'টি শারীরিক শিক্ষা কলেজ স্থাপন।

(ঞ) প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শারীরিক শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা।

(ট) শরীর চর্চা ও খেলাধূলার আবশ্যকীয় সরঞ্জামাদি পর্যায়ক্রমে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা।

—মোঃ শোয়েব ফারুক